দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 24 DEC 1988
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

167

ঢাকা ভার্সিটি ক্যাম্পাসে ৪ বছরে ৭টি হত্যাকাণ্ড

।। রেজানুর রহমান ।।

গত ৪ বছরে শুধুমাত্র ছাত্র সংঘর্ষে অথবা অজ্ঞাত কারণে ঢাকা ভার্সিটিতে একজন রিকসাচালকসহ ৭ জন ছাত্র নিহত হইয়াছে। সাম্প্রতিক শহীদ হত্যাকাণ্ড বাদে আলোচ্য সময়ে ৭টি হত্যা কাণ্ডের ব্যাপারে তদন্ত কমিটি গঠিত হইলেও আসামী সনাক্ত না হওয়ায় কাহারও বিচার করা সম্ভব হয় নাই। বিভিন্ন ব্যক্তির নামে অভিযোগ উত্থাপিত হইলেও উপযুক্ত প্রমাণাদি লইয়া প্রকাশ্যে কেহ মুখ খোলেন না। ফলে পঁচাশির ১৪ই ফেব্রুয়ারী বসুনিয়া হত্যাকাণ্ড, '৮৬ সালের

(শেষ পৃঃ ৮-এর ক: দ্রঃ)

৭টি হত্যাকাণ্ড

(১ম পৃঃ পর)

মে মাসে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী আসলাম হত্যাকাণ্ড, '৮৭ সালের ১০ই মার্চ ছাত্রদল সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হক বাবলু এবং

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

৭টি হত্যাকাণ্ড

(১ম পৃঃ পর)

মাইনুদ্দিন হত্যাকাণ্ড, একই বছর ১৪ ও ১৫ই জুলাই হালিম, মুন্না ও রিক্সাচালক রহিম হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে অদ্যাবধি কোন বিচার অনুষ্ঠিত হয় নাই।

আলোচ্য সময়ে প্রথম হত্যাকাণ্ডটি ঘটে পঁচাশির ১৪ই ফেব্রুয়ারী মধ্যরাতে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মিছিলে কে বা কাহারা গুলী করিলে জাতীয় ছাত্রলীগ নেতা রাউফুন বসুনিয়া মারা যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া পরের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলে অগ্নিসংযোগ করা হয়। ছাত্রদের চাপের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। পাশাপাশি সরকারী পর্যায়েও তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু খুনী সনাক্ত করা যায় নাই।

'৮৬ সালের মে মাসে কলাভবনের পিছনের গেটের সামনে আসলাম হত্যাকাণ্ড ঘটে। দুইটি ছাত্র গ্রুপের সংঘর্ষে আসলাম গুলীবিদ্ধ হইয়া মারা যায়। কলেজ ছাত্র আসলামের মৃত্যুর জন্য দায়ী হিসাবে কাহাকেও সনাক্ত করা হয় নাই।

'৮৭ সালের ১০ই মার্চ মোহসীন হলের একটি কক্ষে বোমা বিস্ফোরণে ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক বাবলুসহ ছাত্রদল কর্মী মইনুদ্দিন নিহত হয়। এ ব্যাপারে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু অদ্যাবধি উহার প্রকৃত কারণ জানা যায় নাই। একই বছরের জুলাই মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন ও এস এম হল এলাকায় ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনায় হালিম (ছাত্রদল কর্মী), মুন্না (ছাত্রলীগ (মু-না) কর্মী) নিহত হয়। ১৪ জুলাই রাতে কে বা কাহারা হালিমকে গুলী বিদ্ধ করে। পরের দিন এই হত্যাকাণ্ডের জন্য ছাত্রলীগ (মু-না)কে দায়ী করিয়া ছাত্রদল কর্মীরা এস, এম হলে হামলা চালায়। দুই গ্রুপের প্রকাশ্য অস্ত্র যুদ্ধে এস এম হলে মুন্না ও রিকশা চালক রহিম মারা যায়। এ ক্ষেত্রেও তদন্ত কমিটি হয়। কিন্তু কাহাকেও সনাক্ত করা হয় নাই।

বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এই ধরনের হত্যাকাণ্ড ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে। শেষ বর্ষের এক জন ছাত্র জানায়, তাহার কাছে ক্যাম্পাস জীবন এখন ভীতিকর। হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিরা শাস্তি না পাওয়ায় তাহারা বেপরোয়া হইয়া উঠিতেছে। কয়েকজন ছাত্র হালিম-মুন্না হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করিয়া জানায়, হালিমের স্ত্রী ও তাহার মেয়ের কান্না এখনও অনেকের স্মৃতিতে ভাস্বর। সাম্প্রতিক ঘটনায় নিহত শহীদের স্ত্রী ও ২ মাসের শিশু কন্যা রহিয়াছে। সে তাহার কন্যাকে দেখে নাই।

গতকাল এই রিপোর্টারকে এক জন অভিভাবক জানান, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস নিরাপদ না হইলে একটি জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার হইতে বাধ্য। তাহার মতে সকলেই অস্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলিতেছেন। এতদসত্ত্বেও ক্যাম্পাসে প্রায়শঃই অস্ত্রের মহড়া চলিতেছে। খুন হইতেছে, খুনের বিচার হইতেছে না। দেশের স্বার্থে, শিক্ষার স্বার্থে এ ধরনের অবস্থা প্রতিরোধ করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।